দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB. 7 .. 1999 ..
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮.....

সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা কমান ॥ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি প্রেসিডেন্টের আহ্বান

বাসস ॥ প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে 'স্বায়ত্তশাসন মর্যাদার' সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা কমানোর আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট গতকাল শনিবার ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন এডুকেশনাল প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের (এফআরইপিডি) ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা এফআরইপিডি'র সভাপতি সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় অধ্যাপক শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর একে আজাদ চৌধুরী,

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক এম ফেরদৌস খান এবং ডঃ এম সিরাজুদ্দিনও বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চশিক্ষার স্থানই নয়, ইহা মুক্ত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা প্রয়োগেরও স্থান এবং এ কারণে এ প্রতিষ্ঠান সকল দেশেই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্র বেতন ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেটের ৯৩ শতাংশই আসে সরকারী তহবিল হইতে। এই ছাত্র বেতনও গত ৫০ বছরে বাড়ানো হয় নাই। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ছাত্র বেতন বিজ্ঞান অনুষদের বর্তমান ১৫ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৫০ টাকা এবং কলা বিষয়গুলির বর্তমান ১০ টাকা হইতে ২৫ টাকা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক উদ্যোগ ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের মুখে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

তবে তিনি বলেন, দেশের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে একেবারেই নিশ্চুপ থাকে। সম্ভবত ইহার কারণ ছিল, ছাত্রদের ছাড়া তাহাদের রাজনীতি অচল। প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন রাখেন, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে খাবার খরচ ৫০ বছর আগের ৩০ টাকার স্থলে এখন ৮শত টাকা দিতে পারিলে ছাত্র বেতন বাবদ মাসে ১৫ টাকা বেশী দিতে তাহারা কেন অস্বীকৃতি জানাইবে। প্রেসিডেন্ট দেশের অনুন্নয়নের মূল কারণ হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনগ্রসরতাকে চিহ্নিত করেন।

তিনি এই খাতের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে দুর্বল শিক্ষা প্রশাসন, সেকেলে পাঠক্রম, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে জবাবদিহিতার অভাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতাকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতিফলন সম্বলিত একটি আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু ইহার সুপারিশমালা গত ২৪ বছরেও মূল্যায়ন করা হয় নাই।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সে অনুসারে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য অধ্যাপক শামসুল হককে প্রধান করিয়া ৫৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন এবং জাতীয় সংসদে পেশ করার আগে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি এখন চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা এবং বিভিন্ন মহলের প্রস্তাবের আলোকে এই খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, কোন গবেষণা ছাড়াই আগের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এসব পরিকল্পনা ছিল বিদেশী সংস্কৃতি ও সমাজভিত্তিক। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে নাই। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির আহ্বান জানাইয়া বলেন, এ পর্যন্ত ইহা সবচাইতে উপেক্ষিত বিষয়। অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলায় বর্তমান খসড়ানীতিতে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট সন্নিবেশিত করার কাজটি ছিল খুবই কঠিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে এই খাতে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা ও সামর্থ্যও প্রমাণিত হইয়াছে।